

## কুরআন-সুন্নাহ থেকে নির্বাচিত দু'আসমূহ

আবু হুরাইরাহ (রায়িঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াছড়া না করে (আর তা হলো) সে বলে যে, আমি দু'আ করলাম। কিন্তু আমার দু'আ তো কবুল হলো না। (বুখারী নং- ৬৩৪০)

দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে হারাম খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদি বর্জন (পরিহার) করা। কারণ, হারাম উপর্যুক্ত থেকে যতই দোয়া করা হোক না কেন, তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

রাসূল (ﷺ) বলেন, ‘দোয়া ছাড়া আর কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে না।’ (তিরমিজি, হাদিস নম্বর ২১৩৯)

যে ব্যক্তি দোয়া করে হতাশ হয়ে যায় তার দোয়াও আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (ﷺ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যদি-না সে তাড়াছড়ো করে আর বলে, আমি দোয়া করলাম, কিন্তু আমার দোয়া তো কবুল হলো না। (বুখারি: ৬৩৪০) তাই রাসূল (ﷺ) বলেছেন, দোয়ার পর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করবেন।

দোয়া করার সময় মনোযোগী থাকা: যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয় তখন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দোয়া করতে হবে। কারণ, অবচেতন মনের দোয়া আল্লাহ গ্রহণ করেন না। এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কোরো। জেনে রেখো, আল্লাহ অমনোযোগী ও অসাড় মনের দোয়া কবুল করেন না। (তিরমিজি: ৩৪৭৯)

## ١

رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِدَّرَ  
عَذَابَ النَّارِ

রববানা আতিনা ফিদুনিয়া হাসানাতাও, ওয়াফিল আখিরাতি  
হাসানাতাও, ওয়াকীনা ‘আজাবান্নার

অর্থ : হে আমাদের রব ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন আর  
আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহানামের আজাব থেকে রক্ষা  
করুন। (সূরা বাকারাহ- ২০১)

## ٢

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا  
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا  
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا  
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রববানা লা তু আখিযনা ইন্না সিনা আও আখতা না রাববানা  
ওয়ালা তাহ মিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহ  
আলাল্লায়িনা মিন কাবলিনা রাববানা ওয়ালা তুহান্মিলনা মা লা  
ত ক তা লানা বিহি, ওয়াফু আজ্জা ওয়াগফিরলানা ওয়ার হামনা  
আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন ।

অর্থ : হে আমাদের রব ! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে  
আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর  
এমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর গুরু-  
দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। হে আমাদের রব ! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু  
বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা  
করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি  
আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে  
বিজয়ী করুন। (সূরা বাকারাহ-২৮৬)

## ٥

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ  
لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

রববানা লাতুর্যিগ কুলুবানা বাদা ইয হাদাইতানা ওয়াহাবলানা  
মিল্লাদুনকা রাহমাতান, ইমাকা আনতাল ওয়াহহাব

অর্থ : হে আমাদের রব ! আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অস্তরসমূহ  
বক্র করে দিবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন।  
নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা। (আল ইমরান-০৮)

## ٦

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا  
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ

রববানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগিফর লানা  
ওয়াতার হামনা লানাকুনানা মিনাল খচ্ছীন

অর্থ : হে আমাদের রব ! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। আর  
যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে রহম না করেন তবে  
অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তর্ভুক্ত হবো। (আল আরাফ-২৩)

## ٧

رَبِّ اجْعُلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ دُرِّيَّتِي رَبَّنَا  
وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

রববি জা'আলনি মুকিমাস সলাতি ওয়ামিন জুরিয়াতি  
রববানা ওয়াতা কবাল দু'আ।

অর্থ : হে আমার রব ! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার  
বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব ! আমার দু'আ কবুল করুন।

(ইব্রাহীম-৪০)

٦

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَبَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُّ  
عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ يَفْهُوا فَوْلِيْ

রবিবস বহলি হৃদয়ি ওয়া ইয়াছছিবলি আমবি ঘোহন্তুল  
উকদাতাম মিল লিহানি ইযাফ কহ কটনি

অর্থ : হে আমার রব ! আমার বক্ষকে তুমি প্রশস্ত করে দাও। আমার  
কাজগুলো সহজ করে দাও। জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা  
আমার কথা সহজেই বুঝতে পারে। (তহাঃ ২৫-২৮)

٧

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

রাবির যিদনি ইলমা

অর্থ : হে আমার রব ! আমার ইলম (জ্ঞান) বৃদ্ধি করে দাও। (তহ-১১৪)

٨

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَدَرِّيْتَنَا فَرَةَ أَعْيُنِ  
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّينَ إِمَامًا

রববানা হাবলানা মিন আয়ওয়াফিনা ওয়া যুরিয়াতিনা  
কুরবাতা আয়ুনিউ ওয়া জা'আলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা

অর্থ : হে আমাদের রব ! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান  
করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের  
নেতা বানিয়ে দিন। (ফুরকান-৭৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا  
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ  
রব্বানাগ ফিরজানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লায়িনা সাবকুনা  
বিলইমান, ওলা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লাল লিল্লায়িনা  
আমানু রাব্বানা ইমাকা রউফুর রহিম।

অর্থ : হে আমাদের রব ! আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। (হাশর-১০)

### رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ

রবিগফির ওয়ারহাম ওয়া আংতা খইরুর রহিমিন

অর্থ : হে আমাদের রব ! আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (মুমীন-১১৮)

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ  
الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ،  
وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আল্লাহুস্মা ইনি জলামতু নাফসি জুলমান কাছিৱান ওয়ালা  
ইয়াগফিরজ জুনুবা ইন্না আনতা ফাগফিরলি মাগফিরাতাম  
মিন ইন্দিকা ওয়ার হামনি ইমাকা আংতাল গফুরুর রহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি আমার নিজের ওপর অনেক বেশি জুলুম করেছি  
আর তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই মাফ করতে পারে না। সুতৰাং তুমি তোমার  
নিজ গুণে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম করো। তুমি তো  
মার্জনাকারী ও দয়ালু। (দোয়ায়ে মাছুরা)

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ ، وَالنُّفْرِىٰ ، وَالعَفَافَ ، وَالغِنَىٰ**

আল্লাহুম্মা ইমি আসআলুকাল হৃদা, ওয়া তুর, ওয়াল  
আফাফা, ওয়াল গিনা

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা  
ও সচ্ছলতা কামনা করছি।



**اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي**

আল্লাহুম্মা ইমাকা আফুটন তুহিবুল আফওয়া, ফাফু আমি

অর্থ : হে আল্লাহ ! তুমি ক্ষমা করাকে পছন্দ করো, কাজেই তুমি আমাকে  
ক্ষমা করে দাও।

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ، وَارْحَمْنِيْ ، وَاهْدِنِيْ ،  
وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي**

আল্লাহুম্মাগফিরলি, ওয়ার হামনি, ওয়াত্ দিনি, ওয়া  
আফিনি, ওয়ার ঝুকনি

অর্থ : হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার  
প্রতি দয়া করো, আমাকে হেদায়েত দান করো, নিরাপদে রাখো এবং  
আমাকে রিয়িক দান করো।



১৪

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا**

**وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا**

আল্লাহন্মা ইমি আসআলুকা ইলমান নাফিয়া ও রিজকান  
তাইয়েবাহ ওয়া আমালান মুতাকবালা

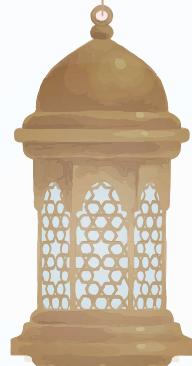
অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম, পবিত্র রিজিক  
এবং কবুল আমলের প্রার্থনা করছি।

১৫

**اللَّهُمَّ حَاسِبِنِي حِسَابًا يَسِيرًا**

আল্লাহন্মা হাসিবনি হিসাবাই ইয়াসিরা

অর্থ : হে আল্লাহ ! তুমি আমার হিসাবকে সহজ করে দাও।



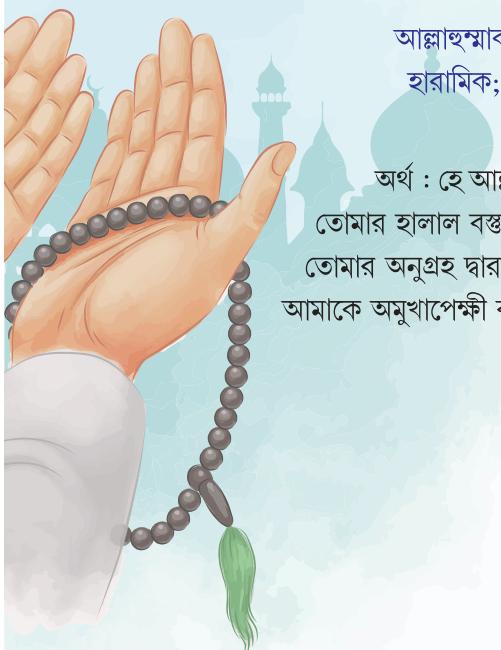
১৬

**اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاغْنِنِي**

**بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ**

আল্লাহন্মাকফিনি বিহালালিকা আন  
হারামিক; ওয়া আগানিনি বিফাদলিকা  
আন্মান সিওয়াক

অর্থ : হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হারাম বন্দ হতে বাঁচিয়ে  
তোমার হালাল বন্দ দিয়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও এবং  
তোমার অনুগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুমি ভিন্ন অন্য সবার থেকে  
আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।



اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعُلْ مَوْتِي فِي  
بَدْرِ رَسُولِكَ

আল্লাহুস্মাৰ জুকনি শাহাদাতান কি ছাবিলিকা ওয়াজয়াল  
মাওতি কি বালাদি রাসূলিক।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরে মৃত্যু দিন। (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ১৮৯০)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَّنَا وَمَيِّتَنَا وَشَاهِدَنَا وَغَائِبَنَا وَصَغِيرَنَا  
وَكَبِيرَنَا وَذَكْرَنَا وَأَنْتَ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِه  
عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوْفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوْفِّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

আল্লাহুস্মাগফিরলি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া  
শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ও ছাগিরিনা ও কাবিরিনা ও  
যাকারিনা ও উনচানা। আল্লাহুস্মা মান আহ-ইয়াতাত মিনা  
ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াফ ফাইতাত  
মিনা ফাতাওয়াফ ফাত্ত আলাল স্ট্রান

অর্থ: হে আল্লাহ ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট  
ও বড় এবং পুরুষ ও নারী সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ ! আপনি  
আমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে জীবিত রেখেছেন ইসলামের উপর জীবিত রাখেন  
আর যাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাদেরকে সঙ্গেই মৃত্যু দান করেন।



২০

يَا مُقَبِّلَ الْفُلُوبِ تِبْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

ইয়া মুকলিবাল কুলুব, সাবিত কালবি আলা দীনিক

অর্থ : হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী ! তোমার দীনের ওপর আমার  
অন্তরকে অবিচল রাখো।

২১

يَا مُصَرِّفَ الْفُلُوبِ صَرَفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

ইয়া মুসরিফাল কুলুব, সরাফিফ কুলুবনা আলা ত্র-আতিক

অর্থ : হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী ! আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার  
আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন।

২২

يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ وَيَا ذَا الْفُوْرَةِ

الْمُتَبْيِنِ وَيَا أَرْحَمَ الْمَسَاكِينِ

ইয়া আউয়ালাল আউয়ালিন, ওয়া ইয়া আখিরাল আখিরিন,  
ওয়া ইয়া যাল কুওয়াতিল মাতীন, ওয়া ইয়া বহিমাল  
মাসাকীন, ওয়া ইয়া আরহামার রহিমিন।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আপনিই একমাত্র প্রথম। হে আল্লাহ ! আপনিই  
একমাত্র শেষ। হে আল্লাহ ! আপনিই একমাত্র শক্তিধর। হে আল্লাহ ! আপনিই  
একমাত্র গরিবদের প্রতি দয়ালু। হে আল্লাহ ! আপনিই একমাত্র দয়াশীল।

২৩

يَا حَيٌّ يَا قَيْوُمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِرُ

ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বিরাহমাতিকা আসতাগিছ

অর্থ : হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার  
নিকটে সাহায্য চাই।

## দৈনন্দিন জীবনে সুন্নতি আমল

### খাবার খাওয়ার দোয়া সমূহ

১. খানার শুরুতে পড়বো:

بِسْمِ اللَّهِ

(তিরিমিয়ী: ১৮৫৮)

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে (খাবার খাওয়া শুরু করছি)।

২. শুরুতে পড়তে ভুলে গেলে পড়বো:

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَةٍ وَآخِرَةٍ

(আবু দাউদ: ৩৭৬৭)

অর্থ: শুরুতে এবং শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে আহার করছি।

৩. খানার শেষে পড়বো:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِي، مِنْ غَيْرِ حُولٍ  
مِّنِي وَلَا قُوَّةٌ

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন,  
পানাহার করিয়েছেন ও মুসলমান রূপে সৃষ্টি করেছেন। (তিরিমিয়ী: ৩৪৫৭)

৪. দুধ পান শেষে পড়বো:

اللَّهُمَّ بارِكْ لَنَا فِيهِ وَرِزْدْنَا مِنْهُ

(তিরিমিয়ী: ৩৪৫৫)

অর্থ: হে আল্লাহ ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদের  
আরও বেশি করে দান করে।

৫. দাওয়াত খাওয়ার পর যে দোয়া পড়বো:

**اللَّهُمَّ أطِعْمُ مَنْ أطْعَمْتِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي**

(মুসলিম: ৫৪৮৩)

অর্থ: হে আল্লাহ! যিনি আমাকে খাওয়ালেন আপনি তাকে খাওয়ান এবং  
যিনি আমাকে পান করালেন আপনি তাকে পান করান।

মেহমানের দোয়া সম্পর্কে আরেক হাদিসে এসেছে, নবীজি (ﷺ) সাদ  
ইবনে উবাদা (রা.)-এর কাছে এলেন। তখন তিনি নবীজি (ﷺ)-কে রুটি ও  
জ্যাতুনের তেল দিয়ে আপ্যায়ন করালেন। খাবারের পর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এই  
দোয়াটি পড়লেন-

**أكْل طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ،  
وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ**

উচ্চারণ: ‘আকালা হোয়ামাকুমুল আবরার, ওয়াছল্লাত  
আলাইকুমুল মালায়িকাহ্তু ওয়াআফতার ইন্দাকুমুছ ছ’য়িমুন।’

অর্থ: আল্লাহ এমন করুন যেন (এমনভাবে) নেককার লোকেরা তোমাদের  
খানা খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করে এবং  
রোজাদারগণ যেন তোমাদের বাড়িতে ইফতার করে। (আবু দাউদ)



## খাওয়ার খাওয়ার সুন্নত ও আদরসমূহ

- ১.** দস্তরখানা বিছানো। (বুখারি: ৫৪১৫, আনাস রা.)
- ২.** দু'হাতের কঙ্জি পর্যন্ত খোয়া। (তিরমিয়ী: ১৮৪৬, সালমান রা.)
- ৩.** খাওয়ার পূর্বে দেয়া পড়া। (তিরমিয়ী: ১৮৫৮, আয়েশা রা.)
- ৪.** সুন্নত তরিকা অনুযায়ী বসা। এক হাঁটু তুলে কিংবা তাশাহুদের আকৃতিতে বসা। (ফাতহল বারী: ৯/৫৪২)
- ৫.** ডান হাত দিয়ে খাওয়া। (বুখারি: ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ রা.)
- ৬.** নিজের সামনে থেকে খাওয়া। (বুখারি: ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ রা.)
- ৭.** তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া (রুটির ক্ষেত্রে)।  
(মুসলিম: ৫৪১৭, কাব বিন মালিক রা.)
- ৮.** যদি লোকমা পড়ে যায় তা তুলে পরিষ্কার করে খাওয়া।  
(মুসলিম: ৫৪২১, জাবির রা.)
- ৯.** পাত্র ও আঙ্গুল চেঁটে খাওয়া। (মুসলিম: ৫৪২০, জাবির রা.)
- ১০.** খাবারের কোনোরকম দোষ ক্রটি না ধরা।  
(বুখারি: ৫৪০৯, আবু হুরাইরা রা.)

